সৌদি আরবে পাঠানো যুবক ৪ মাস ধরে নিখোঁজ, দালালের বিরুদ্ধে মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা গ্রামের বাসিন্দা তানজিলা খাতুনের ছেলে ফিরোজ উদ্দিন প্রায় চার মাস ধরে সৌদি আরবে নিখোঁজ রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উন্নত জীবনের আশায় তাকে সৌদি আরবে পাঠিয়েছিলেন তার পরিবার। এ কাজে স্থানীয় মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য ফজলুর রহমান।

তানজিলা খাতুন জানান, তিন মাস অতিবাহিত হলেও ফজলুর রহমান তার ছেলের কোনো কাজের ব্যবস্থা করতে পারেননি। এরই মধ্যে চার মাস ধরে তার ছেলে সৌদি আরবে নিখোঁজ রয়েছে। এ ঘটনায় তানজিলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং গাংনী থানার সাব-ইন্সপেক্টর রবিউল ইসলামের হস্তক্ষেপে একটি মীমাংসা হয়।

মীমাংসা অনুযায়ী, দালাল ফজলুর রহমান দুই দিনের মধ্যে ফিরোজ উদ্দিনকে দেখানোর অথবা আকামার পরিবর্তে দুই লাখ টাকা প্রদান করার কথা বলেন। টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত একটি গরু জামানত হিসেবে তানজিলার বাড়িতে রেখে দেওয়া হয়।

তবে পরে ফজলুর রহমান তানজিলা খাতুন ও তার স্বামী কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে আদালতে চুরির মামলা দায়ের করেন। সেই মামলার তদন্তের অংশ হিসেবে গত সোমবার সকালে তদন্ত কর্মকর্তা সাব-ইন্সপেক্টর শিমুল তানজিলার বাড়িতে যান। এ বিষয়ে তিনি বলেন, মামলার তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে তার বাড়িতে যাওয়া স্বাভাবিক।

এদিকে তানজিলা খাতুনের দাবি, তার ছেলেকে জীবিত অথবা মৃত যেভাবেই হোক দ্রুত ফিরিয়ে দেওয়া হোক। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশায় তানজিলার স্বামী কামাল হোসেন বাদী হয়ে ফজলুর রহমান ও তার ছেলে শিহাবের বিরুদ্ধে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩ অনুযায়ী আদালতে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় দালালের খপ্পরে পড়ে যুবক তাহাজুল সৌদি আরবে নিখোঁজ

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায় ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় ভিটেবাড়ি বন্ধক রেখে ছেলেকে পাঠান সৌদি আরব, তাহাজুল ইসলাম বিদেশে পৌঁছানোর পর বুঝতে পারেন প্রতারকের খপ্পরে পড়েছেন দরিদ্র দিনমজুর জিন্নাত আলী। বসতঘরটিও হারিয়ে ঠাঁই তখন গোয়াল ঘরে।

জানা গেছে, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা নুরিতলা পাড়া’র জিন্নাত আলী প্রতারকের খপ্পরে পড়ে ছেলেকে সৌদি আরব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। পীরপুরকুল্লা গ্রামের হানু আলীর ছেলে আদম ব্যাপারী দালাল রফিকুল ইসলাম এর সঙ্গে ৫ লাখ ৮০, হাজার টাকায় চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা জোগাড় করতে বন্দক রাখেন জমি। ৫ লাখ ৮০ হাজার টাকা তুলে দেন আদম ব্যাপারী দালাল রফিকুল ইসলাম হাতে গত (২১এপ্রিল) ২০২২ তারিখে তাহাজুল ইসলামকে সৌদি আরবে পাঠিয়ে দেয়। সৌদি আরবে যাওয়ার পরে এক সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন সময় পরিবারের সাথে তাহাজুল ইসলাম এর কথা হয়। তার পর থেকে কোনো খোঁজ নেই। এ নিয়ে পরিবারের লোকজন আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন।স্থানীয়ভাবে বেশ কয়েকবার সালিশী বৈঠকেও মেলেনি সমাধান জানান ভুক্তভোগী বাবা জিন্নাত আলী।

তাহাজুল ইসলামের স্ত্রী মাবিয়া খাতুন বুঝতে পারার পর প্রতারণার ঘটনাটি জানানো হয় গ্রামের মুরুব্বীদের। তবে সালিশী বৈঠকেও মিললো না সমাধান। উল্টো দালালের পক্ষ থেকে ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছিল পরিবারটিকে। নিখোঁজ স্বামী ও টাকা ফিরে পেতে অবশেষে বিজ্ঞ আদালতে মামলা ও থানায় জিডি নং ৭২। ও বিষয়টি মৌখিকভাবে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাসকে অবগত করা হয়েছে বলে জানান ভুক্তভোগী পরিবার।

বর্তমানে পরিবারটি সর্বস্বান্ত বিষয়টির প্রতি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের সু-দৃষ্টি কামনা করেছে বিপদগ্রস্ত তাহাজুলের পরিবার।

তাহাজুল ইসলামের পিতা জিন্নাত আলী জানান, দালালচক্র যে কোম্পানীর মাধ্যমে আমার ছেলেকে সৌদি আরবে পাঠিয়েছে ওখানে সে কোম্পানীর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়; জাল ভিসার কারণে আকামা লাগানো যাচ্ছে না বলে আমার ছেলে আমাকে বলেছিলো, তার পর থেকে দীর্ঘ পাঁচ মাস যাবত আমার ছেলের সাথে কোন যোগাযোগ করতে পারছি না একমাত্র আল্লাহ জানে আমার ছেলে বেঁচে আছে কিনা মরে গেছে।

এসব দালালদের খপ্পরে পড়ে আমার ছেলের মতো এলাকার অনেক মানুষ সর্বস্বান্ত হচ্ছে । এসব দালালদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে আমার ছেলের মতো অনেকেই প্রতারিত হয়ে সর্বস্ব হারাবে। রফিকুল ইসলামের মতো দালালদের মুখোশ উন্মোচন হওয়া দরকার। যাতে করে আমার ছেলের মতো আর কেউ প্রতারণার শিকার না হয়।

তবে অভিযুক্ত রফিকুল ইসলামের মুঠোফোনে বারবার ফোন দিয়ে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

ঝিনাইদহে বিআরটিয়ের ১ দালালকে কারাদন্ড

ঝিনাইদহ বিআরটিএ অফিসে দালালি করার অপরাধে জিল্লুর রহমান নামের এক দালালের ১ মাসের কারাদন্ড ও ১’শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার বিকেলে জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম নুরুন্নবী এ দন্ডাদেশ প্রদাণ করেন। দন্ডিত জিল্লুর রহমান শহরের আরাপপুর এলাকার মুনতাজ খান’র ছেলে।

আদালত সুত্রে জানা যায়, বিআরটিএ অফিসে দালালরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে এমন খবরে অভিযান চালানো হয়। এ সময় হাতে নাতে শহরের আরাপপুর এলাকার জিল্লুর রহমান নামের এক দালালকে আটক করা হয়। টাকা নিয়ে কাজ করে দেওয়ার দোষ স্বীকার করায় জিল্লুর রহমানকে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১’শ টাকা জরিমানা

করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরও ৭ দিনের কারাদন্ডের আদেশ দেয় বিচারক।

এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আদালতের বিচারক এস এম নুরুন্নবী।

কুষ্টিয়ায় পাসপোর্ট অফিসে দুদকের অভিযান, ৩ দালালের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)। দালালদের দৌরাত্ম্য এবং ঘুষ দুর্নীতির অভিযোগে পরিচালিত এ অভিযানে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস থেকে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে। পরে আটককৃতদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডসহ অর্থদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার দুপুরে দুদক সমন্বিত কুষ্টিয়া কার্যালয়ের সরকারি পরিচালক নীল কোমল পালের নেতৃত্বে এ অভিযান চালানো হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাদের বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন, সদর উপজেলার চৌড়হাস আদর্শপাড়া সলক আলীর ছেলে রিপন (২৭), চৌড়হাস এলাকা ছরোয়ার হোসেনের ছেলে মহিবুল (৪০) এবং সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলার আবুল কাসেমের ছেলে দেলোয়ার হোসেন (৪০)। এর মধ্যে মহিবুল এবং দেলোয়ারকে তিন মাসের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা এবং রিপনকে এক মাসের কারাদণ্ডসহ পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

দুদক ও ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, পাসপোর্ট অফিসে সেবা নিতে আসা মানুষ দালালের মাধ্যমে হয়রানির শিকার এবং কিছু অসৎ কর্মচারী ঘুষের বিনিময়ে কাজ করছেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে দুদক। পরে তারা পাসপোর্ট অফিসের ভেতর থেকে তিনজনকে আটক করে।

অভিযানের সময় পাসপোর্ট অফিস থেকে এক লাখ ৩৩ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়াও অফিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইলপত্র তল্লাশি এবং সেগুলো পর্যালোচনা করে দুদক।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে দুদকের পক্ষ থেকে সেখানে অভিযান চালিয়ে তিন দালালকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের কুষ্টিয়ার সমন্বিত কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ জাকারিয়া বলেন, অভিযানে হাতে নাতে তিন দালালকে আটক করা হয়েছে।

এ ছাড়া এখান থেকে বেশ কিছু নগদ টাকা উদ্ধার এবং কিছু কাগজপত্র পর্যালোচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠানো হবে। পরে সেখান থেকে পাওয়া নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এ বিষয়ে কুষ্টিয়া আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের উপপরিচালক জাহিদুল ইসলাম, সেখানকার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যসহ দালালদের বিরুদ্ধে অভিয়োগ উঠে আসে। সম্প্রতি গণমাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করলে নজরে আসে দুদকের।